দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

তারিখ 17 JUN 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

112

122

17 JUN 1989

মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রাষ্ট্রপতির পুরস্কার পুনঃ প্রবর্তনের আবেদন

মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদিগকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করার একটা রেওয়াজ বিগত বছরগুলোতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় গত ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত এস, এস, সি পরীক্ষায় মেধা তালিকায় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহাদিগকে রাষ্ট্রপতির সেই দুর্লভ সম্মান হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই দেশে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের প্রতি কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হই... সভা ও সেমিনারে সরকারী নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে দেশের 'গৌরব' ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহাদের জন্য বাস্তব কিছু করা হয় না। মেধা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ছাত্রছাত্রীদিগকে সরকারীভাবে যে আর্থিক বৃত্তি প্রদান করা হয় তাহা এতই অপ্রতুল যে, বর্তমান দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষিতে তাহা কোন অভিভাবকের সহায়তায় আসে না। ফলে অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একটা দারুণ হতাশা বিরাজ করে। অথচ আমরা লক্ষ্য করি যে, ভাল শিল্পী, সাহিত্যিক ও খেলোয়াড় হইতে শুরু করিয়া এই দেশের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহনকারিগণকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাঁকজমকের সহিত পুরস্কৃত করা হয়। এক সন্তানের দম্পতিদেরকেও ঘটা করিয়া রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হইতেছে। অথচ এই দেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি গতানুগতিক সৌজন্যমূলক বাক্য প্রদান করা ছাড়া আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করিয়া তাহাদের লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি করার প্রবণতা দেখা যায় না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট অনুরোধ এই যে, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদিগকে রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করার প্রথা পুনরায় প্রবর্তন করা হউক এবং বর্তমান দ্রব্যমূল্যের প্রেক্ষাপটে তাহাদের বৃত্তির অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তাহাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়া হউক।

মোঃ ইসহাক আলী,
উকিলপাড়া,
পোঃ ও জেলা-নওগাঁ।

গোয়ালন্দ কলেজকে সাহায্য করার জন্য এনজিওদের প্রতি আবেদন

পদ্মা-যমুনা অববাহিকা যার মিলন ক্ষেত্র তারই নাম গোয়ালন্দ। তরমুজ-ইলিশের দেশ গোয়ালন্দ। বিস্তীর্ণ চর এলাকার কারণে এখানকার জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। শিক্ষার অবস্থা আরো শোচনীয়। ইতিপূর্বে এ উপজেলায় কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তির সাহায্যে দুই বছর পূর্বে গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর প্রথম বর্ষ মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে। তিনটি কক্ষ নিয়ে একটি ঘরে দশটি বেঞ্চ দিয়ে আপাততঃ পড়াশোনা চলছে। কিন্তু আগামী শিক্ষাবর্ষে স্থান সংকুলান হবে না। অন্ততঃপক্ষে একটি ঘর এবং কিছু বেঞ্চের দরকার হবে। তা না হলে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঠে বসে লেখাপড়া করতে হবে।

আমরা জানি বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কয়েকশত এন জি ও কাজ করছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের ভূমিকাকে প্রশংসা করতে হয়। বিশেষতঃ সাটুরিয়ায় তাদের সম্মিলিত কর্মতৎপরতা বাংলাদেশের মানুষ দীর্ঘদিন মনে রাখবে। আমি তাদেরকে গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ আশপাশে বিশ মাইলের মধ্যে কোন কলেজ নেই। এ কলেজ অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। অতিসত্বর সাহায্য সহযোগিতা না পেলে কলেজটি বন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

অতএব, আমি এনজিওদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি এই গরীব উপজেলার একমাত্র কলেজটি বাঁচাতে এগিয়ে আসুন।

খন্দকার আবদুল মহিত।
অধ্যক্ষ,
গোয়ালন্দ কামরুল ইসলাম
মহাবিদ্যালয়,
গোয়ালন্দ রাজবাড়ী।